অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি "প্লাস" (ইজিপিপি$^{+}$) নির্দেশিকা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ইজিপিপি$^{+}$ এর ভূমিকা	১
২	প্রয়োজনীয়তা	১
৩	ইজিপিপি$^{+}$ এর উদ্দেশ্য	২
৪	পরিধি	২
৫	সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামো	২
৬	সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া: ইজিপিপি$^{+}$ এর বাস্তবায়ন	২
৭	অঞ্চলভিত্তিক উপকারভোগী নির্বাচন	৩
৮	বাজেট বরাদ্দ	৩
৯	বাস্তবায়ন কাল	৪
১০	সামাজিক প্রকল্পের বিভাগ	৪
১১	সামাজিক প্রকল্প নির্বাচন ও বাস্তবায়ন	৫
১২	সামাজিক এবং পরিবেশগত স্ক্রিনিং	৫
১৩	যোগ্যতার মানদণ্ড	৫
১৪	উপকারভোগী নির্বাচন	৬
১৫	উপকারভোগীর হাজিরা সংক্রান্ত নিয়মাবলী	৭
১৬	মজুরি প্রদান	৭
১৭	নন-ওয়েজ কস্ট	৮
১৮	প্রশাসনিক ও আনুষাঙ্গিক বরাদ্দ	৮
১৯	অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি (অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা)	৮
২০	বাস্তবায়ন সহায়তা	৮
২১	প্রশাসনিক, তথ্যসংগ্রহের নিয়ম ও পদ্ধতি, রেকর্ডস এবং রেজিস্টার	৮
	সংযুক্তি	৯-১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ত্রাণ কর্মসূচি-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.modmr.gov.bd

নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০১৯.১৯.৩৬ তারিখঃ৩১-০১-২০২১ খ্রিঃ

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি "প্লাস" (ইজিপিপি$^{+}$) নির্দেশিকা

১. ইজিপিপি$^{+}$ এর ভূমিকা

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি "প্লাস" (ইজিপিপি$^{+}$) হলো দুর্যোগ সাড়াদানে বাংলাদেশ সরকারের নিয়মিত ইজিপিপি কর্মসূচির একটি সংস্করণ। বিদ্যমান ইজিপিপি কর্মসূচি প্রকৃতিগতভাবে দুর্যোগ সাড়াদানে সক্ষম কারণ, মন্দা মৌসুমে দেশের গ্রামীণ বিপর্যস্ত জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশকে সহায়তার জন্য এর প্রচলন করা হয়েছে। ইজিপিপি$^{+}$সংস্করণের উদ্দেশ্য হলো একগুচ্ছ সমন্বিত প্রয়াস যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের বিপর্যয়ের সময় এ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারকে সহায়তা করা।

বিভিন্ন ধরণের বিপর্যয়ের মধ্যে অন্যতম প্রাকৃতিক (ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, খরা, ভূমিধস, জলোচ্ছাস, টর্নেডো ও আকস্মিক বন্যা), মানবসৃষ্ট (বাস্তুচ্যুত মানুষের প্রবাহ এবং অর্থনৈতিক বা আর্থিক সংকট) এবং স্বাস্থ্যগত (মহামারী) এবং জৈবিক দুর্যোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২. প্রয়োজনীয়তা

প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট, স্বাস্থ্যগত ও জৈবিক দুর্যোগ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে অন্যতম হওয়ায় প্রায়শই প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যায় আক্রান্ত হয়। জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সমুদ্র উপকূলরেখার বাসিন্দা। এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দুর্যোগ প্রতিবেদন, ২০১৯ (UNESCAP) অনুযায়ী দেশের ৭৭.৬ শতাংশ মানুষ দুর্যোগ-প্রবণ এলাকায় বসবাস করে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বৃদ্ধির সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষ জনবহুল শহরে চলে আসে যেখানে ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষতির ঝুঁকি থাকে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের আয় কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে দারিদ্র্যের কবলে পড়ার ঝুঁকিতে আছে। যদিও দরিদ্রতম উল্লেখযোগ্য মানুষের আয়ের অধিকাংশ শ্রমনির্ভর, অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত শ্রমশক্তির একটি বড় অংশের জন্য আয় ক্ষতিগ্রস্ত হলে কোন প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক সুরক্ষার সুযোগ নেই। শিশুসহ একটি বিশাল নির্ভরশীল জনসংখ্যা এবং ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনগোষ্ঠীর কারণে পরিবারগুলো উপার্জনক্ষম সদস্যের অসুস্থতা বা মৃত্যুজনিত কারণে উপার্জন হারানোর ব্যাপক ঝুঁকিতে থাকে। এই ধরণের পরিস্থিতিতে শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী এবং মহিলারা অন্যদের চেয়ে বেশি বঞ্চনার সম্মুখীন হয় এবং দুর্যোগে বিপদাপন্নতার মাত্রাও এদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক হয়ে থাকে।

বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) শুষ্ক মৌসুমের অর্থনৈতিক মন্দা ছাড়াও অন্যান্য বিপর্যয় মোকাবিলার উপায় হিসেবে কাজ করতে পারে। ২০০৭-২০০৮ সালের খাদ্য-জ্বালানী এবং অর্থনৈতিক সংকটের প্রতিকার হিসেবে ২০০৯ সালে কর্মসৃজন কার্যক্রম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমানে দেশের ৬৪ জেলার প্রতিটি উপজেলায় এর ব্যবস্থাপনা কাঠামো বিদ্যমান রয়েছে। এ নীতি সহায়কের সাহায্যে বাংলাদেশ সরকার ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে আয় সুরক্ষা প্রদানের পাশাপাশি নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকারী, নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে প্রতিকার ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম প্রকল্পসমূহে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারছে। এ নির্দেশিকার উদ্দেশ্য হলো ঝুঁকি অবহিতিমূলক প্রক্রিয়ায় ইজিপিপি$^{+}$-এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি, নিয়ম ও মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করা যা দরিদ্র ও দুঃস্থ পরিবারের আয় ও খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াদানে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

৩. ইজিপিপি$^{+}$ এর উদ্দেশ্য

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি "প্লাস"(ইজিপিপি$^{+}$) এর তিনটি মূল লক্ষ্য হলোঃ

ক) দুর্যোগে আক্রান্ত পরিবারকে উৎপাদনশীল সম্পদ বিক্রয়, খাদ্য গ্রহণ হ্রাস ইত্যাদির মতো নেতিবাচক প্রতিকারের কৌশলগুলো ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে স্বল্পমেয়াদী কর্মসংস্থান তথা আয় সহায়তা প্রদান করা;

খ) সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার উন্নয়ন; এবং

গ) দুর্যোগের প্রভাব হ্রাসে দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারকে প্রস্তুত করাসহ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সক্ষম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীলতা উন্নয়ন।

৪. পরিধি

দুর্যোগ পরিস্থিতিতে দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারের সহায়তার জন্য কেবলমাত্র দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ইজিপিপি$^{+}$ কার্যক্রমটি ব্যবহার করতে পারবে।

এ লক্ষ্যে দুর্যোগকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবেঃ প্রকৃতি বা মনুষ্যসৃষ্ট অথবা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট কোনো ঘটনা, যার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা আক্রান্ত এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা, গবাদি পশু, পাখি ও মৎস্যসম্পদ, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও পরিবেশের এমন ক্ষতিসাধন বা ভোগান্তির সৃষ্টি করে, যা মোকাবিলায় ঐ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ, সামর্থ্য ও সক্ষমতা যথেষ্ট নয় এবং যা মোকাবিলার জন্য আক্রান্ত এলাকার বাইরে থেকে মানবিক ও অন্যান্য সহায়তার প্রয়োজন হয়। এধরণের ঘটনাকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে:

ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগঃ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ভূমিকম্প, খরা, ভূমিধস, বজ্রপাত, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো ও আকস্মিক বন্যা ইত্যাদি;

খ) মানবসৃষ্টঃ বাস্তুচ্যুত মানুষের প্রবাহ, সশস্ত্র সংঘাত এবং অর্থনৈতিক বা আর্থিক সংকট;

গ) স্বাস্থ্য সম্পর্কিতঃ মহামারী; এবং

ঘ) জৈবিক দুর্যোগ।

ইজিপিপি$^{+}$ এর মাধ্যমে সহায়তা প্রাপ্তির জন্য অবশ্যই উপরিউক্ত সংজ্ঞাটি মেনে চলতে হবে এবং এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় নির্দেশক বা মানদন্ড হিসেবে কাজ করবে।

৫. সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামো

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো অথবা কেন্দ্রীয়, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে ভূমিকা এবং দায়িত্বাবলী ইজিপিপি নির্দেশিকায় বর্ণিত ধারা ২.১, ২.২, ২.৩, ২.৪, ২.৫ এবং ২.৬ অনুসরণ করবে।

৬. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া: ইজিপিপি$^{+}$ এর বাস্তবায়ন

ইজিপিপি$^{+}$ একটি দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াদানক্ষম সহায়ক যা ইজিপিপি কার্যক্রম ও এর বাস্তবায়ন কাঠামো, আর্থিক এবং মাঠ পর্যায়ের সম্পদের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দুর্যোগ আক্রান্ত বা দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা পরিবারকে সময়োচিত সহায়তা প্রদান করে। এক্ষেত্রে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির দায়িত্ব হবে ইজিপিপি$^{+}$ কার্যকর করা ও নির্দেশিকায় প্রদত্ত বিকল্পগুলোর আলোকে কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের মানদণ্ড নির্ধারণ করা।

কার্যক্রমটি কিভাবে চালু হবে, কিভাবে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে নীতিগত ও কারিগরি দিকগুলো সমন্বয় করা হবে তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় তিনটি ধাপ রয়েছে যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দুর্যোগ নির্ধারণ করবে:

প্রাকৃতিক: বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দুর্যোগ ও এর ঝুঁকি নির্বাচন।

মানবসৃষ্ট: বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দুর্যোগঝুঁকি ও মাত্রা নির্বাচন।

স্বাস্থ্যগত: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অথবা অন্য কোন সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ।

জৈব দুর্যোগ: কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল উপরে বর্ণিত দুর্যোগের যে কোনোটির জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে পারবে।

২. দুর্যোগের তীব্রতা , ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা যাচাই করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ইজিপিপি$^{+}$ কার্যকর করার প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করবে:

ইজিপিপি$^{+}$ কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মান হলে তা অনুমোদন ও বাস্তবায়নের মানদণ্ড নির্ধারণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির জরুরি সভা আহ্বান করবেন। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ইজিপিপি$^{+}$ অনুমোদন এবং নীতিগত ও কারিগরি মানদণ্ড নির্ধারণ করবে। নীচের ছকে বর্ণিত বিষয়গুলো এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

ছক ১: যেকোনো দুর্যোগের জন্য ইজিপিপি$^{+}$ কার্যক্রমের মানদণ্ড:

১	দুর্যোগটি অনুচ্ছেদ ৪ এ বর্ণিত কোন শ্রেণীর শর্তাবলী পূরণ করে তা যাচাই করে দেখা
	নীতি সংক্রান্ত নীচের মানদণ্ডগুলো নির্ধারণ করা:
২.১	ভৌগলিক আওতাঃ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র ব্যবহার
২.২	বাজেট বরাদ্দঃ আপদ ও দুর্যোগঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী
২.৩	বাস্তবায়ন কালঃ
২.৪	কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ
২.৫	পরিধি খানার সংখ্যাঃ
২.৬	প্রকল্পের ধরণঃ এসওডি এর নির্দেশনা অনুযায়ী কমিউনিটি রিস্ক অ্যাসেসসেন্ট (সিআরএ) পদ্ধতি অনুসরণ করে ঝুকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দুর্যোগ সহনশীল প্রকল্প বাস্তবায়ন
২.৭	মজুরির পরিমাণঃ
২.৮	সর্দারের মজুরির পরিমাণঃ
৩	টেকনিক্যাল মানদণ্ড নির্ধারণ করাঃ দুর্যোগঝুঁকি , জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত, রিস্ক ম্যাপ, ভূমির ধরণ ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রকল্প প্রস্তাবনা ও ডিজাইন বিবেচনায় নেওয়া। যেমন -একটি রাস্তার উচ্চতা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বিগত বছরের বন্যার উচ্চতা অন্তভুর্ক্ত করার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অন্তত আগামী দশ বছর বা আরও দীর্ঘ মেয়াদে বন্যার উচ্চতা কত হতে পারে তা বিবেচনায় নেওয়া
৪	উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়াঃ দরিদ্রতা, জেন্ডার, প্রতিবন্ধিতা ও অন্যান্য সামাজিক মানদন্ডের পাশাপাশি স্থানীয় দুর্যোগের প্রকার ও তার পরিধি, ক্ষতি ও বিপদাপন্নতার মাত্রা, সম্ভাব্য ঝুঁকি বা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে
৫	ডিজিটালাইজেশনঃ উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া ও হালনাগাদ তালিকা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এর ওয়েব সাইটে সংরক্ষণ করা। ডিজিটাল পদ্ধতিতে (মোবাইল ব্যাংকিংসহ অন্যান্য) মজুরি প্রদান
৬	বাস্তবায়ন এবং লজিস্টিক সংক্রান্ত প্রক্রিয়াঃ

সংযোজনী ২ক ইজিপিপি$^{+}$ কার্যকর করার ফর্ম দেয়া হয়েছে। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা এবং নির্ধারিত মানদণ্ডগুলোর যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করার জন্য সকল নীতি সম্পর্কিত ও টেকনিক্যাল সিদ্ধান্ত এই ফর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭.অঞ্চলভিত্তিক উপকারভোগী নির্বাচন

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কোন নির্দিষ্ট দুর্যোগের ক্ষেত্রে ইজিপিপি$^{+}$ কার্যক্রমের ভৌগলিক আওতা নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করবে। জেলা, উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভাজনের ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করা হতে পারে। অঞ্চলভিত্তিক অগ্রাধিকার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে দারিদ্র্যের মানচিত্রভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ ব্যবহার করা যেতে পারে (সংশোধিত নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৪.০ (খ) তে বর্ণিত হিসাবে)। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি প্রতিটি দুর্যোগের জন্য অগ্রাধিকারের মানদণ্ড সংজ্ঞায়িত করতে পারবে ।

৮.বাজেট বরাদ্দ

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি প্রতিটি নির্দিষ্ট দুর্যোগের জন্য বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ করবে। পাশাপাশি বাজেট বরাদ্দের মানদণ্ড বা ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে সরাসরি বাজেট বিতরণের দায়িত্বও জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে। ইউনিয়নভিত্তিক বরাদ্দের সিদ্ধান্ত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি পর্যায়ে অথবা ইজিপিপি নির্দেশিকার ধারা ৪.০ (গ) এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী, উপজেলা পর্যায়েও নেয়া যেতে পারে।

৯. বাস্তবায়ন কাল

ইজিপিপি কার্যক্রম নির্দেশিকার ধারা ১.১ অনুসারে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর এবং মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত দু'টি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ইজিপিপি$^{+}$ সংস্করণটির বাস্তবায়ন সময়কাল নির্ধারণ করবে এবং দুর্যোগের ধরণ এবং সহায়তার উদ্দেশ্য অনুসারে পরিবর্তিত হবে। ইজিপিপি$^{+}$ সংস্করণটি বছরে দু'টি চক্রে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং এটি প্রয়োজনে বছরজুড়ে বাস্তবায়ন করা যাবে।

১০. সামাজিক প্রকল্পের বিভাগ

ইজিপিপি$^{+}$ এর মাধ্যমে দুধরণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। নীচের ছকে তা বর্ণনা করা হল:

ক্যাটাগরি	বর্ণনা		লক্ষ্য	কাঙ্খিত জনসংখ্যা
পাবলিক ওয়ার্কস	গণস্থাপনা এবং সামাজিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য পরিচালিত শ্রম-নির্ভর হালকা নির্মাণ কার্যাবলী, পরিচ্ছন্নতা ও বনায়ন ধরণের কার্যাবলী।		– দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারকে আয় সহায়তা প্রদান করা; – সামাজিক সম্পদ ও অত্যাবশ্যকীয় স্থাপনার পরিচ্ছন্নতা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনীয় করা।	শারীরিকভাবে সক্ষম ব্যক্তি
সামাজিক পরিষেবা	ক) পরিষেবা প্রদান	এগুলো মূলতঃ প্রচারাভিযান, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মতো পরিষেবা-নির্ভর কার্যাবলী যা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি, দুস্থদের সহায়তার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে।	– দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারকে আয় সহায়তা প্রদান করা; – সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দুস্থদের সহায়তার মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করা।	মহিলা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং দুস্থ জনসাধারণ
	খ) স্ব-সহায়ক এবং প্রতিরোধমূলক কার্যাবলী	পরিবারের সহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকারভোগীর নিজ গৃহে এসব কার্যাবলী পরিচালিত হবে।	– যে সকল পরিবার পাবলিক ওয়ার্কস বা সামাজিক পরিষেবা কার্যক্রমে অংশগ্রহণে অক্ষম তাদের সময়মত আয় সহায়তা প্রদান করা; – দুর্যোগের কারণে (বন্যার বা মহামারীর মতো) প্রকল্পে কাজ সম্ভবপর না হলে সময়মত আয় সহায়তার ব্যবস্থা করা; – দ্রুত সতর্কীকরণ ব্যবস্থা অনুসারে মারাত্মক আপদ আক্রান্ত হতে পারে এমন পরিবারের জন্য সময়মত সাড়াদান ও সহায়তার ব্যবস্থা করা।	শারীরিকভাবে অক্ষম ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীতা, উচ্চ-ঝুঁকির এবং দরিদ্র পরিবার

প্রকল্পের বিস্তারিত নেতিবাচক দিকসহ মেনু ১(ক) তে সংযুক্ত করা আছে।

১১.সামাজিক প্রকল্প নির্বাচন ও বাস্তবায়ন

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তার উন্নতির পাশাপাশি দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের সুযোগ রয়েছে। প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জনঅংশগ্রহণ ও দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কৌশল অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ (সিআরএ) টুল ব্যবহার করা হবে । নির্বাচিত অবকাঠামোমূলক প্রকল্প তথা রাস্তা, আশ্রয়কেন্দ্র সংযোগ সড়ক, বেড়িবাঁধ, মুজিব কিল্লা, মাটির কাজ, বাড়ি, শিক্ষালয়/ বাজার মাঠ, বন্যা / ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, নলকূপ, ল্যাট্রিন ইত্যাদি নির্মাণ ও মেরামতের ক্ষেত্রে বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বিবেচনা করা হবে।
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীসংক্রান্ত সকল প্রশিক্ষণ মডিউলে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি নিম্নে উল্লিখিত বিকল্পগুলো বিবেচনা করে সামাজিক প্রকল্প নির্বাচনের পদ্ধতি নির্ধারণ করবে:

i. **ইজিপিপি নির্দেশিকার ধারা ৩.৫ ব্যবহার করে প্রচলিত প্রকল্প নির্বাচন পদ্ধতি:** এ পদ্ধতিতে ওয়ার্ড পর্যায় থেকে প্রকল্পের প্রস্তাব ইউনিয়ন কমিটিতে যাচাই ও চূড়ান্তকরণ, উপজেলা কমিটিতে অনুমোদন এবং জেলা কমিটি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করা যেতে পারে।

ii. **উপজেলা বা জেলা কমিটিভিত্তিক প্রকল্প নির্বাচন পদ্ধতি:** প্রকল্পের প্রস্তাব, পরিকল্পনা ও নির্বাচন উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক পরিষেবার কার্যাবলী "ক" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনে অন্যান্য দপ্তর, মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সামাজিক পরিষেবার কার্যাবলী উপজেলা বা জেলা পর্যায়ে নির্বাচন করতে পারবে।

iii. **জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিভিত্তিক পদ্ধতি:** সামাজিক পরিষেবা কার্যাবলী "খ" স্ব-সহায়তা এবং প্রতিরোধমূলক কাজ" কেবলমাত্র জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক নির্বাচন এবং অনুমোদন করা যেতে পারে।

১২.সামাজিক এবং পরিবেশগত স্ক্রিনিং

ইজিপিপি নির্দেশিকার ধারা ৩.৬-তে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসারে সামাজিক এবং পরিবেশগত স্ক্রিনিংয়ের পাশাপাশি দুর্যোগের প্রভাব বিশ্লেষণ (DIA)-এর বাধ্যবাধকতা থাকবে।

১৩. যোগ্যতার মানদণ্ড

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি প্রতিটি দুর্যোগের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে উপকারভোগী নির্বাচনের যোগ্যতা/শর্ত নির্ধারণ করার দায়িত্ব পালন করবেন। ইজিপিপি$^{+}$ সংস্করণটি অতিদরিদ্র ও দুস্থ পরিবারকে নির্বাচন করতে পারবে। উপকারভোগী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে এমন কাঙ্খিত জনগোষ্ঠী নীচে সংজ্ঞায়িত করা হলো।

অতিদরিদ্র পরিবার: ভূমিহীন (বসতবাড়ি বাদে ০.১০ একরের কম জমি রয়েছে), স্বল্প আয়ের ব্যক্তি (যার মাসিক আয় ৪ হাজার টাকার কম এবং গড় বার্ষিক আয় ৪৮ হাজার টাকার কম), যার মাছ চাষের উপযোগী পুকুর নেই এবং যার উল্লেখযোগ্য কোন গবাদিপশু নেই।

এ বিভাগটি দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হবে:

i) **শারীরিকভাবে সক্ষম ব্যক্তি আছে এমন দরিদ্র পরিবার:** যে সব অতিদরিদ্র পরিবারে শ্রমনির্ভর কাজে (পাবলিক ওয়ার্কস এবং সামাজিক পরিষেবা কাজের অন্তর্ভুক্ত) অংশ নিতে সক্ষম ব্যক্তি রয়েছে । অংশগ্রহণকারী সদস্যদের বয়স ১৮-৬৫ এর মধ্যে এবং অদক্ষ শ্রমিক হতে হবে, কর্মহীন হলে শ্রেয়। ইজিপিপি$^{+}$কার্যক্রমে উপকারভোগীদের বয়সের সীমা ১৮-৬৫ করা হলে এ বয়স সীমার অতিদ্ররিদ্র পরিবারের একটি বড় অংশকে সহায়তা করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ii) **শারীরিকভাবে সক্ষম সদস্যহীন অতিদরিদ্র পরিবার:** অতিদরিদ্র পরিবার যার সদস্য দুর্বলতার (পরিবার প্রধান বয়স্ক, শিশু অথবা মহিলা এবং প্রতিবন্ধী, যাদের বাড়তি উপার্জনের সামর্থ্য নেই) কারণে শ্রমনির্ভর অথবা সামাজিক পরিষেবা কার্যক্রমে অংশ নিতে সক্ষম নয়।

দুস্থ পরিবার: দুর্যোগ আক্রান্ত দরিদ্র পরিবার যারা সাধারণত ন্যূনতম খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা[1] পূরণ করতে পারে না যারা প্রাকৃতিক অথবা মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে (এ ক্ষেত্রে খরার) রয়েছে এবং যে কোন বিপর্যয়ে যাদের সহায়তার প্রয়োজন হবে।

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি প্রতিটি দুর্যোগের ক্ষেত্রে ইজিপিপি$^+$ এর সহায়তা কেবলমাত্র অতিদরিদ্র পরিবারকে অথবা অতিদরিদ্র ও দুস্থ উভয় পরিবারকে দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করবে।

স্বল্পমেয়াদী সহায়তা হিসেবে, ইজিপিপি$^+$ কেবলমাত্র অস্থায়ীভিত্তিতে অন্যান্য সরকারি সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের উপকারভোগীদের (সাময়িকভাবে ইজিপিপি নির্দেশিকার ধারা ৩.৭ (খ) স্থগিত করে) অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। ইজিপিপি$^+$ কার্যক্রম এলাকার বাইরে বসবাসকারী (উপজেলা বা ইউনিয়ন) পরিবার ইজিপিপি$^+$ এর উপকারভোগী হতে পারবে না। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি নিম্নে উল্লিখিত বিকল্পগুলো থেকে ইজিপিপি$^+$ কার্যক্রম সম্প্রসারণের পদ্ধতিটিও নির্ধারণ করবে:

ক) কেবলমাত্র নিয়মিত ইজিপিপি কার্যক্রমের বিদ্যমান উপকারভোগীদের জন্য ইজিপিপি$^+$ সহায়তা প্রদান করা;

খ) নিয়মিত ইজিপিপি কার্যক্রমের বিদ্যমান উপকারভোগী এবং নতুন টার্গেট গ্রুপকে ইজিপিপি$^+$ সহায়তা প্রদান করা; এবং

গ) নতুন কোন টার্গেট গ্রুপকে ইজিপিপি$^+$ সহায়তা প্রদান করা।

১৪. উপকারভোগী নির্বাচন

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি নীচের বিকল্পগুলো থেকে উপকারভোগী নির্বাচনের পদ্ধতিটি নির্ধারণ করবেঃ

ক) **ইজিপিপি নির্দেশিকার ধারা ৩.৭ অনুসারে প্রচলিত উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়াঃ** এ পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার আবেদন গ্রহণ করবে। একজন শিক্ষক, একজন ধর্মীয় নেতা ও একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত করে প্রাপ্ত আবেদন পর্যালোচনা করে সম্ভাব্য উপকারভোগীদের তালিকা প্রস্তুত করবে এবং যাচাই করার জন্য ইউনিয়ন কমিটিতে পাঠাবেন। এ তালিকা চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদনের জন্য উপজেলা কমিটিতে পাঠাতে হবে। এরপর আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের জন্য উপকারভোগীর তালিকা জেলা কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে। জেলা কমিটি কর্তৃক তালিকা অনুমোদিত হওয়ার পর তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদেরকে তা জানানো হবে ও তাদেরকে এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

খ) **স্থানীয় কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে অগ্রিম উপকারভোগী নির্বাচনঃ** এ সুবিধাভোগী বাছাই পদ্ধতিতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) পরিচালিত ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডেটাবেইজ (NHD) এর তথ্য ব্যবহার করে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতার শর্ত পূরণকারী উপযুক্ত পরিবার/ব্যক্তিদের সনাক্ত করা হবে। এ তালিকা যাচাই করার জন্য ইউনিয়ন কমিটির কাছে পাঠানো হবে। পরবর্তী সময়ে এই তালিকা অনুমোদনের জন্য উপজেলা কমিটিতে প্রেরণ করা হবে এবং সবশেষে আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের জন্য তালিকা জেলা কমিটিতে পেশ করা হবে।

গ) **জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে অগ্রিম উপকারভোগী নির্বাচনঃ** বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রে যথাসময়ে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্রতম পরিবারকে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াদান কার্যক্রমের দ্রুত অর্থ সহায়তা পৌঁছে দেয়ার জন্য জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি NHD কে যোগ্যতাসম্পন্ন পরিবার/ব্যক্তির তালিকা প্রস্তুতির অনুরোধ করতে ও তা অনুমোদন করতে পারবেন।

ঘ) **ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পরিমাপের ভিত্তিতে উপকারভোগী নির্বাচনঃ** সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি বা নীডস এসেসমেন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ দ্বারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান পরিমাপ করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তালিকা তৈরি করা হলে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি এ তালিকাকে উপকারভোগীদের তালিকা হিসাবে অনুমোদন করতে পারবে।

একটি পরিবারে একাধিকবার ইজিপিপি$^+$ কার্যক্রমের সহায়তা প্রদান এড়াতে অনুমোদিত তালিকা প্রস্তুত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সর্বদা লক্ষ্য রাখবে যেন তালিকায় কোন পরিবারের পুনরাবৃত্তি না হয়।

[1] ২১০০ কিলোক্যালোরি/ব্যক্তি/দিন

১৫. উপকারভোগীর হাজিরা সংক্রান্ত নিয়মাবলী

হাজিরার শর্তাবলী প্রকল্পের ধরণের ভিত্তিতে নীচে বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত হবে:

প্রকল্পের শ্রেণী	সপ্তাহে দিনের সংখ্যা	প্রতিদিনের কর্ম ঘণ্টা	যৌক্তিকতা
পাবলিক ওয়ার্কস	৫	৭	ইজিপিপি নির্দেশিকার ধারা ৩.৯ (ঝ) এ বর্ণিত ইজিপিপির প্রচলিত শর্তাবলী বজায় রেখে।
সামাজিক পরিষেবা (ক) পরিষেবা প্রদান কার্যক্রম	সর্বোচ্চ ৫	সর্বোচ্চ ৭	এই শ্রেণীর প্রকল্পের লক্ষ্য হলো মহিলা ও দুস্থ জনগোষ্ঠী। প্রকল্পে এদের অংশগ্রহণের জন্য হাজিরার শর্তাবলী পরিবর্তন বিবেচনা করতে হবে।
সামাজিক পরিষেবা (খ) স্ব-সহায়তা ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি মাস প্রতি দিনের সংখ্যা অনুমোদন করবে।

মহিলাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ইজিপিপি$^+$ এর সামাজিক পরিষেবা কার্যক্রমে নিরাপদ কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা হবে। এর অর্থ হচ্ছে প্রকল্পগুলো এমন জায়গায় নিতে হবে যা তাদের বাড়ির কাছাকাছি, সহজে এবং নিরাপদে যাওয়া-আসা করা যায়। সামাজিক পরিষেবা কার্যক্রমের আওতায় প্রকল্পের কাজ দিনের বেলায় বাস্তবায়ন করা হবে যেন মহিলারা নিরাপদে প্রকল্পের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। এছাড়াও বিপদাপন্নতার মাত্রা বিবেচনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী পরিষেবা কার্যক্রম নিবাচন করে তাদেঁর সম্পৃক্তকরণ ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

ইজিপিপি নির্দেশিকার ধারা ৩.৮.১ (জ) এ বর্ণিত মাথাপিছু দৈনিক মাটির কাজের পরিমাণ বিষয়ে বাধ্যবাধকতা ইজিপিপি$^+$ সুবিধাভোগীদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি নিম্নে বর্ণিত বিকল্পগুলো থেকে হাজিরা তদারকির পদ্ধতি নির্ধারণ করবে:

i) **৩.৮.১ (ঝ) এবং ৩.৯ (চ) ধারায় বর্ণিত নিয়মিত ইজিপিপি উপস্থিতি তদারকিঃ** এ পদ্ধতিতে একটি হাজিরা খাতা অথবা মাস্টাররোল ব্যবহার করা হয় যেখানে উপকারভোগী এবং পিআইসির চেয়ারম্যান এর স্বাক্ষর থাকে। অধিকন্তু, প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির সময় উপকারভোগীদের একটি জবকার্ড সরবরাহ করা হয় যা পিআইসির সদস্য সচিব প্রতি সপ্তাহের শেষে স্বাক্ষর করেন। এটি যেন ব্যবহার করে উপকারভোগীরা নির্ধারিত ব্যাংক শাখা থেকে সপ্তাহ শেষে তার অর্থ উত্তোলন করতে পারেন।

ii) **এমআইএস-ভিত্তিক হাজিরা তদারকিঃ** এ পদ্ধতিতে প্রতিদিন উপকারভোগী এবং পিআইসি চেয়ারম্যানের দ্বারা স্বাক্ষরিত মাস্টাররোল এবং পিআইও এবং এসএই দ্বারা নিয়মিত এমআইএস এ ডিজিটাইজেশন এর মাধ্যমে হাজিরা রেকর্ড করা হবে। এতে কোন জবকার্ডের প্রয়োজন হবে না। ইজিপিপি$^+$ কার্যক্রমে এমআইএস এর সাথে সংযুক্ত ইলেক্ট্রনিক মাস্টাররোল চালু করা যাবে।

১৬. মজুরি প্রদান

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ইজিপিপি$^+$ কার্যক্রমের জন্য অনুমোদিত দৈনিক মজুরির হার নির্ধারণ করবেন।

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি উপকারভোগীদের জন্য ইজিপিপি$^+$ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অনুমোদিত সর্বোচ্চ দিনের সংখ্যা নির্ধারণ করবেন। প্রচলিত ইজিপিপি কর্মসূচির সর্বোচ্চ ৮০ দিনের বাধ্যবাধকতা ইজিপিপি$^+$ কার্যক্রমে সুবিধাভোগীদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

প্রতিটি প্রকল্পে উপকারভোগীদের মধ্যে থেকে একজন সরদার নির্বাচন করা হবে এবং সর্দার প্রতিদিন কাজের জন্য বাড়তি ভাতা পাবেন। প্রতিটি দুর্যোগ-সংশ্লিষ্ট জটিলতা বিবেচনা করে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি প্রতি ক্ষেত্রে সর্দারের কাজের জন্য বাড়তি ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ করবেন।

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি নিম্নলিখিত বিকল্পগুলো বিবেচনা করে মজুরি প্রদানের পদ্ধতি নির্ধারণ করবে:

i) **ইজিপিপি নির্দেশিকার ধারা ৩.৯-এ বর্ণিত ইজিপিপি মজুরি পরিশোধের প্রচলিত পদ্ধতি**: এ পদ্ধতিতে, প্রকল্পের শুরুতে, ইউএনও এবং পিআইও প্রতিটি প্রকল্পে বরাদ্দকৃত মজুরির অর্থ নির্ধারিত চাইল্ড অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করবে। সুবিধাভোগীরা মজুরি পরিশোধের দিন ব্যাংকে উপস্থিত থেকে তাদের জবকার্ড প্রদর্শন করবে। ব্যাংক ম্যানেজার চাইল্ড অ্যাকাউন্ট থেকে প্রদেয় মজুরি উপকারভোগীর অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করবে। সুবিধাভোগী তার মজুরির সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিমাণ অর্থ উত্তোলন করতে পারবে।

ii) **ইলেকট্রনিক অর্থ পরিশোধঃ** এ পদ্ধতিতে উপকারভোগীদের তালিকাভুক্তির সময় একটি ব্যাংক, বা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) অ্যাকাউন্ট খোলা হবে। এমআইএসভিত্তিক হাজিরা তদারকির মাধ্যমে সাপ্তাহিক মজুরি হিসেব করা হবে এবং G2P প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মজুরি পরিশোধ করা হবে। মজুরির অর্থ কেন্দ্রীয়ভাবে সুবিধাভোগীদের ব্যাক্তিগত অ্যাকাউন্ট-এ স্থানান্তরিত হবে। সুবিধাভোগীরা যে কোনও এমএফএস এজেন্ট, ব্যাংক শাখা বা এজেন্ট ব্যাংক পয়েন্টে নগদ অর্থ উত্তোলন করতে পারবে।

ইজিপিপি নির্দেশিকার ধারা ৩.৯ (ঝ) এ বর্ণিত ন্যূনতম সঞ্চয়ের বাধ্যবাধকতা ইজিপিপি$^{+}$ সুবিধাভোগীদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

১৭. নন-ওয়েজ কস্ট

নন-ওয়েজ ব্যয় সংশোধিত ইজিপিপি নির্দেশিকার ধারা ৩.৪ এ বর্ণিত বিধিগুলো অনুসরণ করে পরিচালনা করা হবে। তবে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি প্রয়োজনে নন-ওয়েজ ব্যয়ের শতকরা হার বাড়াতে পারবে। এই কর্মসূচির শ্রম-নির্ভর এবং আয় সহায়তার লক্ষ্য বজায় রাখতে নন-ওয়েজ ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ৩৫% এর বেশী হতে পারবে না। অধিকন্তু, জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অথচ নীতিমালার ৩.৪ ধারায় উল্লিখিত নয় এরকম উপযুক্ত যন্ত্রপাতি অথবা কাঁচামাল ক্রয়ের অনুমতি দিতে পারবেন।

১৮. প্রশাসনিক ও আনুষাঙ্গিক বরাদ্দ

জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি প্রতিটি দুর্যোগের ক্ষেত্রে কাদের জন্য কি পরিমাণ প্রশাসনিক ও আনুষাঙ্গিক ব্যয় বরাদ্দ করা হবে তা নির্ধারণ করবেন।

১৯. অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি (অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা)

অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য ইজিপিপি নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। পাশাপাশি জনগণের অংশগ্রহণ বিবেচনা করে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম প্রসারের লক্ষ্যে বহুমুখী সরকারি ইন্টারফেইস চালু করা যেতে পারে।

২০. বাস্তবায়ন সহায়তা

যেসব জরুরি সাড়াদানের ক্ষেত্রে দ্রুত কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রয়োজন সেখানে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাঠ পর্যায়ে বাড়তি সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। এই ধরণের পরিস্থিতিতে, জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি প্রকল্প তদারকি ও বাস্তবায়ন কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে সহায়তার জন্য বাস্তবায়ন সহায়ক নিয়োগের অনুমোদন দিতে পারবে।

২১. প্রশাসনিক, তথ্যসংগ্রহের নিয়ম ও পদ্ধতি, রেকর্ডস এবং রেজিস্টার

এই বিধানগুলোর জন্য ইজিপিপি নির্দেশিকায় উল্লিখিত ধারা অনুসরণ করা হবে।

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি+)

প্রজেক্ট ক্যাটালগ

পাবলিক ওয়ার্ক প্রজেক্ট ক্যাটালগ

- সেচ কাজের জন্য এবং জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য খাল/নালা খনন/পুনঃখনন;
- বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ (পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত);
- সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য সরকারি/প্রাতিষ্ঠানিক পুকুর খনন/পুনঃখনন;
- বিভিন্ন শিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গনে মাটিভরাট, পায়খানা নির্মাণ;
- বাঁশের সাঁকো নির্মাণ;
- ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নিকটবর্তী স্থানে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় প্রাণিসম্পদের আশ্রয়ের জন্য মাটির টিলা নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ;
- আশ্রয়কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ, মেরামত;
- আবর্জনা স্তুপ/জৈব সার তৈরির জন্য স্তুপ তৈরিকরণ;
- হেলিপ্যাড উন্নয়ন যা দুর্যোগে গবাদি প্রাণীর আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে;
- মুজিব কিল্লা মেরামত (মাটির কাজ বা গাইড ওয়াল);
- প্রাণিসম্পদের বাজারের আঙ্গিনা/ড্রেনেজ উন্নয়ন;
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য জলাধার নির্মাণ;
- ভূমিধস রোধ করে সম্প্রদায় কেন্দ্রগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ;
- পুনর্বাসন খাল / ড্রেন; পুনঃখনন করা;
- ব্রিজ / কালভার্টের জন্য সংযোগ সড়ক নির্মাণ;
- আশ্রয়কের জন্য সংযোগ সড়ক নির্মাণ;
- প্লাস্টিক / পরিবেশগতভাবে ক্ষতিকারক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
- বন্যা প্রতিরোধ বেড়িবাঁধ নির্মাণ /মেরামত;
- জলাধার সুবিধার সংস্কার ;
- মেরামত স্ল্যাব কালভার্ট নির্মাণ ;
- পাইপ কালভার্ট নির্মাণ;
- গাইড প্রাচীর নির্মাণ ;
- ইউ-ড্রেন / ভি-ড্রেন নির্মাণ;
- কাঠের / বাঁশের খুঁটি নির্মাণ;
- ভূমিধস রোধে গাইড ওয়াল নির্মাণ;ভারী বৃষ্টিপাত থেকে ভূমিধস রোধে ড্রেন ও গাইড ওয়াল নির্মাণ;
- জল নিষ্কাশনের জন্য কালভার্ট / রিং-পাইপ / স্ল্যাব কালভার্ট নির্মাণ;
- কাঠের / বাঁশের সেতু নির্মাণ; নগর ও জন প্রশাসন আবর্জনা সংগ্রহ, ছোট এবং মাঝারি নদী রক্ষণাবেক্ষণ;
- ঘূর্ণিঝড় / বন্যার আশ্রয়স্থল রক্ষণাবেক্ষণ বা পুনর্বাসন;
- জনশিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা এবং এতিমখানা রক্ষণাবেক্ষণ বা পুনর্বাসন;
- পার্ক, ওয়াকওয়ে এবং মার্কেট হিসাবে পাবলিক স্পেসের রক্ষণাবেক্ষণ বা পুনর্বাসন;
- প্রতিবন্ধিতাবান্ধব খেঁয়াঘাট নির্মাণ ও মেরামত;
- স্যান্ডব্যাগ দিয়ে তৈরি ফুটপাথ নির্মাণ;
- জনসাধারণের তথা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহারের সুবিধার জন্য সিঁড়ি নির্মাণ; এবং
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্পের কাজ করা।

সামাজিক পরিষেবা বিভাগ "ক" প্রজেক্ট ক্যাটালগ

- সমাজবিরোধী আচরণ সংক্রান্ত সচেতনতা কার্যক্রমে / সামাজিক সভায় সম্পৃক্ত করা;
- পরিত্যক্ত দুস্থ শিশু এবং বৃদ্ধদেরকে সহায়তা করার জন্য তাদের সাথে সময় ব্যয় করতে জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করা;
- WASH, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, লিঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে এবং আচরণ উন্নত করতে প্রচারণা চালানো;
- প্রাথমিক পরিষেবা গ্রহণের বিষয়ে উৎসাহিত করতে প্রচারণা চালানো;
- দুর্যোগ প্রস্তুতি উন্নত করার জন্য প্রচারণা চালানো;

- সামাজিক সংহতি / সংবেদনশীলতা বিস্তারের জন্য প্রচারণা চালানো; এবং
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্পের প্রচারণা করা।

সামাজিক সেবা বিভাগ "খ" প্রজেক্ট ক্যাটালগ

- পরিবারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, দুর্যোগ প্রতিরোধ ও পুনর্বাসনের জন্য স্ব-সহায়তা কার্যক্রম (মহামারী ও অতিমারী পরিস্থিতিতে শারীরিকভাবে অসমর্থ এবং দরিদ্র পরিবারের জন্য প্রযোজ্য হবে); এবং
- আসন্ন ব্যাপক বিধ্বংসী আপদের মুখে প্রতিরোধমূলক সহায়তার মাধ্যমে পরিবারগুলোকে প্রস্তুত (পূর্বাভাস ভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত হবে) ।

প্রকল্প/কর্মসূচির জন্য নেতিবাচক তালিকা

নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে জড়িত কার্যক্রম ইজিপিপি$^{+}$ কর্মসূচির অধীনে সহায়তার যোগ্য হবে না।

- উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৈষম্যমূলক মানদন্ডের ব্যবহার;
- ব্যক্তিগত জমি, আবাসিক বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর;
- মসজিদ, মন্দির, গির্জা, কবরস্থান, শ্মশান, এবং অন্যান্য স্থান/ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্থাপনার জন্য ক্ষতিকর;
- বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সার্বজনীন সম্পদ ব্যবহার এবং জীবিকার সুযোগ বাধাগ্রস্ত করে;
- স্থায়ী বন্যা বা পানির প্রবাহে জলাবদ্ধতা তৈরি করে;
- ১৫ মি.মি. টপসয়েলের ক্ষতি করে ;
- ভূগর্ভস্থ পানির বা ভূগর্ভস্থ জলজ সম্পদের স্থায়ী দূষণের সম্ভাবনা আছে; এবং
- মানুষ-বন্যপ্রাণীর সংঘাত বৃদ্ধি করে ।

দীর্ঘমেয়াদে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে নিম্নবর্ণিত এমন ধরণের কোন কা`জ গ্রহণ করা যাবে না:

- বাস্তবায়িত হলে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে এমন;
- ব্যক্তিগত জমি, আবাসিক বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করে;
- সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং জীবিকার জন্য হুমকিস্বরূপ;
- সার্বজনীন সম্পদ ব্যবহার এবং জীবিকার সুযোগ বাধাগ্রস্ত করতে পারে; এবং
- ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্যপূর্ণ স্থানের (পূজার স্থানসমূহ, পূর্বপুরুষ সৎকারের ক্ষেত্র ইত্যাদি) ক্ষতি করে।

সংযুক্তি ২ক

ইজিপিপি$^{+}$ কার্যকরণ ফর্ম
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সাধারণ তথ্য		
	দুর্যোগের ধরণ:	
	অঞ্চল:	
	শুরুর তারিখ:	
	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের আনুমানিক সংখ্যা:	
১	দুর্যোগের ধরণ, দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, সাড়াদান কার্যক্রম হিসাবে বিবেচনা করার শর্ত পূরণ করে কিনা:	
	হ্যাঁ_________|না__________|	
	মন্তব্য:	
২	ইজিপিপি$^{+}$ কার্যকর করার নীতিগত মানদন্ড:	
২.১	ভৌগলিক পরিধি:	
২.২	বাজেট বরাদ্দ:	
২.৩	বাস্তবায়ন কাল:	
২.৪	কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠী:	
		শারীরিকভাবে সক্ষম সদস্যসহ অতিদরিদ্র পরিবার
		মন্তব্য:
		শারীরিকভাবে অক্ষম সদস্যসহ অতিদরিদ্র পরিবার
		মন্তব্য:
		দুস্থ পরিবার
		মন্তব্য:
২.৫	পরিধির অন্তর্ভুক্ত (যেসব পরিবারকে সহায়তা দেয়া হবে):	
		মন্তব্য:
২.৬	যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে	
		পাবলিক ওয়ার্ক:(দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, সাড়াদানে অবকাঠমো ও অঅবকাঠামোগত কার্যক্রম)
		মন্তব্য:
		সামাজিক পরিষেবা "ক" পরিষেবা প্রদান কার্যক্রম
		মন্তব্য:
		সামাজিক পরিষেবা "খ" স্ব-সহায়তা এবং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম
		মন্তব্য:
২.৭	মজুরির পরিমাণ:	
		মন্তব্য:
২.৮	সর্দারের মজুরির পরিমাণ:	
		মন্তব্য:
৩	টেকনিক্যাল মানদন্ড	
৩.১	উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া:	
		নিয়মিত ইজিপিপি নির্বাচন প্রক্রিয়া
		মন্তব্য:
		স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে অগ্রিম নির্বাচন
		মন্তব্য:
		জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির মাধ্যমে অগ্রিম নির্বাচন
		মন্তব্য:
		ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপের ভিত্তিতে নির্বাচন
		মন্তব্য:
৩.২	বাস্তবায়ন এবং লজিস্টিক্যাল প্রক্রিয়া	
		নিয়মিত তদারকি এবং মজুরি প্রদান প্রক্রিয়া
		মন্তব্য:
		MIS-ভিত্তিক তদারকি এবং ইলেক্ট্রনিক মজুরি প্রদান প্রক্রিয়া
		মন্তব্য: